since 1993

# দিশাবার্তা

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১০বর্ষ, সংখ্যা ৫১, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৪

## সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৩ ইং সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানে দেশের ২৪টি জেলায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি, আলোঘর পাঠাগার ও তথ্যকেন্দ্র, ডেইরি ও লাইভস্টক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী, মাধ্যমিক পর্যায়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মেধাবী ও অস্বচ্ছল নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য এমআরএ-এমএফআই বিশেষ উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির আওতাধীন সদস্যদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, যুবাদের জন্য পেশাগত কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন জনিত সমস্যা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আকারে ধারন করেছে। যার ফলে প্রাণীকুল, পরিবেশ, জীববৈচিত্রের অস্তিত্ব প্রচন্ড হুমকির মধ্যে পরেছে। যার প্রেক্ষিতে গত ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ আজারবাইজনের বাকুতে ২০২৪ জলবায়ু সম্মেলন (Conference of Parties - COP) অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি ধীর প্রক্রিয়া হলেও এর প্রভাব খুব মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, খরা, দাবানল, বনভূমি সংকোচন, মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া, কিংবা অনাবৃষ্টিজনিত কারণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার মতো সমস্যাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংগঠিত হচ্ছে।

কপ-২৯ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশ যদি তার যথার্থ প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা পায়, তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যমান কর্মসূচির পাশাপাশি আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোড় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসলি জাত উদ্ভাবন, নদীতে নাব্য ফিরিয়ে আনা, বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, উপকূলীয় অঞ্চলে বনভূমির বিস্তার করা, উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রভৃতি। দিশা সব সময়ই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং এ সকল বিষয়ে সরকার গৃহিত সকল কার্যক্রমকে সমর্থন করছে।

## রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্ট ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, চেয়ারম্যান, এসডিএফ, (সাবেক সচিব ও চেয়ারম্যান, এনবিআর), পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, ডিআইএসটি (বামে প্রথম), জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা (বামে দ্বিতীয়), ড. অমিতাভ সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ, সাবেক সচিব (ডানে দ্বিতীয়), জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন (ডানে প্রথম)।

৯ অক্টোবর ২০২৪; রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ অ্যান্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) এর ৫ম ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি), মিরপুর-১২, ঢাকা'য় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, চেয়ারম্যান, এসডিএফ, (সাবেক সচিব ও চেয়ারম্যান, এনবিআর)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. অমিতাভ সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ, (সাবেক সচিব)। এছাড়া উপস্থিতি ছিলেন জনাব এমআইএম জুলফিকার, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, কম্পোনেন্ট-৩, এসসিএপএফপি, এসডিএফ; জনাব উত্তম চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজার, ইয়ুথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট, এসডিএফ; জনাব মো. শাহিনূর ইসলাম, ইয়ুথ স্পেশালিস্ট, এসডিএফ, জনাব, মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) দিশা, জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়ির কো-অডিনেটর (প্রশাসন) দিশা, জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর

## ভিতরের পাতায়

রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্ট ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান এবং দিশার ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০২৪- পৃ: ০২-০৩

চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক দিশা বাবুরহাট শাখা কার্যক্রম পরিদর্শন-পৃ: ৪

দিশা'র ১৯৩তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত ও দিশা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৩৭তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত -পৃ: ০৫

"আবেদ ভাই ও ব্র্যাক: ভেতর থেকে দেখা" শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং সিডিএফ এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ পৃ: ০৬

শাহরাস্তি শাখার প্রতিবেদন- পৃ: ০৭

ক্ষুদ্রঋণ-পৃ: - ০৮

এডোপশন(WCAD) প্রকল্প ও দিশা'য় সফল ক্যারিয়ার-পৃ: ০৯

রেসিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্ট ব্যাচ-আরইএলআই-০৮ এর প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান- পৃ: ১০

দিশার প্রধান নির্বাহী কর্তৃক শাখা পরিদর্শন এবং জোনাল ম্যানেজারদের ৩৫তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত-পৃ: ১১

আলোঘর প্রকাশনার ৫ম মার্কেটিং সভা অনুষ্ঠিত-পৃ: ১২

আলোঘর প্রকাশনার জোন ভিত্তিক স্কুল-কলেজ এ আয়োজিত ভ্রাম্যমান বইমেলা- পৃ: ১৩

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ-পৃ: ১৪

চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক-পৃ: ১৫

ক্যারিয়ার : ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার-পৃ: ১৬

আলোঘর প্রকাশনা'র নতুন বইসমূহ-পৃ: ১৭

মাতৃভূমি মিষ্টি-পৃ: ১৮

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) -পৃ: ১৯

(প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী উন্নয়ন); দিশা, জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ (ডিআইএসটি), জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ (ডিআইএসটি) এবং ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ৩টি ট্রেডের মোট ১০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিআইএসটি'র উপাধ্যক্ষ, জনাব মো. হামিদুল হক। তিনি অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ডিআইএসটি সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে স্কিল ডেভেলাপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে যার কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন। ডিআইএসটি'র গড় চাকুরী প্রদানের হার প্রায় ৯১%। শতভাগ চাকুরী দেয়ার যোগ্যতা ডিআইএসটি'র রয়েছে। কিন্তু সকল প্রশিক্ষণার্থী চাকুরীতে যোগদান করেন না। প্রশিক্ষণার্থীদের উচিত ১০০% প্রশিক্ষণার্থীর কাজে যোগ দেয়া। অন্যথায় কাজ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেউ যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু করলেও প্রথমে চাকুরী করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে কিছু করা উচিত এবং বলেন, এই ব্যাচের প্রায় ১০০% প্রশিক্ষণার্থীর চাকুরী ইতোমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে। চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রাণ-আরএফএল, আরএফএল ভিশন, কংকা গ্রুপ, এসিআই প্রিমিও ইত্যাদি।

প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানান। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সৌভাগ্যবান কারন এমন একটা প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। আপনারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃংখলা মেনে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন এবং চাকুরীতে যোগদান করুন। আপনাদের বেতন শুরুতে কম হলেও চাকুরী করতে হবে। সরকারের সদিচ্ছা হচ্ছে দেশের জন শক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা। যথেষ্ট লোক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে প্রয়োজনের সময় কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল পাওয়া যাচ্ছে না। নীতি নির্ধারকদের এটা ভাবতে হবে যে, আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত লোকবল না থাকার কারনে অন্য দেশের লোকেরা প্রতি বছর প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অন্য দেশের লোকবল নিয়োগ বন্ধ করতে হবে, তার পূর্বে আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল প্রস্তুত করতে হবে। আপনাদেরকে কঠোর পরিশ্রমের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। আমাদের দেশের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। আপনারা যা কিছু শিখছেন

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)'র বিভিন্ন ট্রেড এর প্রশিক্ষণ ল্যাব পরিদর্শণ

এসডিএফ এসসিএমএফপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচ ভিত্তিক তথ্যঃ

| ট্রেডের নাম | প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে |
|---|---|---|
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৫১ | ৫১ |
| ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এ্যান্ড মেইনটেনেন্স | ২৮ | ২৮ |
| ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং | ২৫ | ২৫ |
| মোট | ১০৪ | ১০৪ |

এসডিএফ আরইএলআই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচভিত্তিক তথ্যঃ

| ব্যাচ নং | মোট প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | আরপিএল অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | কমপিটেন্ট | কমপিটেন্টের হার | জব প্লেসমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৬০ | ৫৬ | ৩৭ | ৬৬% | ৯৫% |
| ২য় | ১২৪ | ১২০ | ৭৪ | ৬২% | ৯১% |
| ৩য় | ১৩৪ | ১২১ | ৯২ | ৭৬% | ৯২% |
| ৪র্থ | ১৬৮ | ১৪৭ | ১১১ | ৭৬% | ৯২% |
| ৫ম | ১৬৫ | ১৫০ | ১২৪ | ৮৩% | ৮৮% |
| ৬ষ্ঠ | ২৮ | ২৪ | ১৯ | ৭৯% | ৯০% |
| ৭ম | ৩০ | ২৭ | ১৯ | ৭০% | ৯০% |
| ৮ম | ১৫৫ | ১৪৭ | ১৩৩ | ৯০% | ৯০% |
| ৯ম | ২৫০ | ২৪৩ | ২০৫ | ৮৪% | ৮৮% |
| ১০-১১ | ৩১০ | ২৯৩ | ২০৪ | ৭০% | ৯১% |
| ১২ | ৯৭ | - | - | - | ৯২% |
| মোট | ১৫২১ | ১৩২৮ | ১০১৮ | ৭৭% | ৯১% |

এসডিএফ আরইএলআই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচভিত্তিক তথ্যঃ

| ব্যাচ নং | মোট প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | আরপিএল অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | কমপিটেন্ট | কমপিটেন্টের হার | জব প্লেসমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ১০০ | ৮৯ | ৫৮ | ৬৫% | ৯৪% |
| ২য় | ১২৭ | ১২৩ | ১১৩ | ৯২% | ৯৩% |
| ৩য় | ১৫০ | - | - | - | ৯২% |
| ৪র্থ | ৫০ | ৪১ | ২৬ | ৬৩% | ৮৯% |
| ৫ম | ১০৪ | ১০০ | ৭৫ | ৭৫% | ৯০% |
| ৬ষ্ঠ | ৫০ | - | - | - | চলমান |
| ৭ম | ৫০ | - | - | - | চলমান |
| মোট | ৬৩১ | ৩৫৩ | ২৭২ | ৭৭% | |
| সর্বমোট | ২১৫২ | ১৬৮১ | ১২৯০ | ৭৭% | |

তা ভালোভাবে শিখে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলেই এই দেশ একদিন উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হবে। আমাদের দেশের উন্নতির দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদের হুমকিগুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা চালাতে হবে। পরিশেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি ড. অমিতাভ সরকার বক্তব্যের শুরুতেই সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, একটি দেশের উন্নতির জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই। একমাত্র কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমেই দেশের যুব সমাজকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধুমাত্র চাকুরীতে গেলেই হবে না, চাকুরীতে টিকে থাকতে হবে। টিকে থাকতে চাইলে কষ্ট করতে হবে। কষ্ট করতে পারলে জীবনে উন্নতি আসবেই আসবে। আপনাদেরকে শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবলেই হবে না, আপনাদের পরিবার আছে, মা-বাবা আছেন, তাদেরকে দেখার দায়িত্বও আপনাদের। সুতরাং আপনারা কর্মসংস্থানে যাবেন এবং টিকে থেকে নিজের জীবন মানের উন্নতি করবেন।

বিশেষ অতিথি জনাব এমআইএম জুলফিকার বক্তব্যের শুরুতে সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সৌভাগ্যবান, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সাথে সাথে আপনারা চাকুরী পাচ্ছেন। মাস্টার্স ডিগ্রী পাশ করে লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে দুর্বিসহ বেকার জীবন যাপন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেতন কম হলেও ৩-৬ মাস টিকে থাকতে পারলে আপনাদের বেতন বৃদ্ধি পাবে। জীবনে সাচ্ছন্দ ফিরে আসবে। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীসহ আগত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তাগণ দেশের জন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দেশের বেকার যুব সমাজকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য এসডিএফ এর এই প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে বক্তাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয় জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা, সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি বলেন, সবকিছুই ছোট থেকে শুরু করতে হয়। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করলে সাফল্য একদিন আসবেই। প্রকৃতপক্ষে ডিআইএসটি কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমাজ তথা দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ গুনগতমান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রচেষ্টার সাথে প্রশিক্ষণার্থীরাও যদি সেরাটা নেয়ার চেষ্টা করে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সফলকাম হবে। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে সাফল্য আসবেই, হাল ছাড়া যাবে না। কোন কাজে একাগ্রতা, সততার সাথে লেগে থাকলে তোমরাও সফলকাম হবে অতপরঃ তিনি প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথি, সকল কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য শেষে ১০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

*প্রতিবেদক : মো. আব্দুল কাইয়ুম*
*প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডিআইএসটি।*

## দিশা'র ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

**০৭** ডিসেম্বর ২০২৪; ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) এর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি)'র বলাকা সম্মেলন কক্ষ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিশা'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মো. হানিফ, ইন্সট্রাক্টর, ডিআইএসটি। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে দিশা'র সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ সভাটি পরিচালনা করেন।

সভার শুরুতে দিশা'র সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান, পাশাপাশি সবার মূল্যবান সময় ব্যয় করে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় গত ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের বাজেট ও কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। এছাড়াও আগামী ৩ বছর মেয়াদী (২০২৫-২০২৭) দিশা'র কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করেন। সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপনের পর উপস্থিত সদস্যদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। অতঃপর দিশা'র সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহের উপর তাদের গঠনমূলক ও সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব রেজা গোলাম কবির চৌধুরী, কমান্ডার এম. বশির আহমেদ (অবঃ), ডা. মহসীন উদ্দীন আহমেদ, জনাব সৈয়দ ওয়ালিউল ইসলাম, জনাব শিরিন সুলতানা, জনাব মোঃ মাহবুব আলম এবং জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি। উল্লেখ্য যে, উপস্থিত সদস্যদের কার্যকর আলোচনা শেষে সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের কর্ম-পরিকল্পনার জন্য ১২০০.৯৪ কোটি টাকার বাজেট পাশ করা হয়।

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মহিবুল হাসান (শামীম) (বামে দ্বিতীয়), সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী (ডানে দ্বিতীয়), জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, দিশা (ডানে প্রথম) এবং জনাব আইয়ুব খান, উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ), সমাজসেবা অধিদফতর (বামে প্রথম)।

গত ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক দিশা'র ৫ম বার্ষিকী (২০২৫-২০২৯) কৌশলগত পরিকল্পনা (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ বিস্তারিত জানতে চাইলে দিশা'র ঊর্ধতন সমন্বয়কারী জনাব গৌতম বিশ্বাস (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী উন্নয়ন); পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সভায় আগামী ৩ বৎসর মেয়াদের (২০২৫-২০২৭) জন্য দিশা'র কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে রির্টানিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জনাব মহিবুল হাসান (শামীম) এবং নির্বাচন শেষে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আইয়ুব খান, উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)। তিনি নির্বাচন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। একটি সুন্দর বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য দিশা'র সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া তিনি দিশা'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে দিশা'র ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে দিশা'র সার্বিক সহযোগিতায় পাশে থাকবেন বলে সভাকে আশ্বস্ত করেন। সমাপনী বক্তব্যে সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ দিশা'র কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য উপস্থিত সকল সাধারণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সংস্থার পথচলায় সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিশা'র ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

## চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক দিশা বাবুরহাট শাখা কার্যক্রম পরিদর্শন

**১১** ডিসেম্বর ২০২৪; ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) জোনাল অফিস বাবুরহাট চাঁদপুরে জনাব মো. এরশাদ উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) মহোদয় পরিদর্শন করেন। দিশা'র পক্ষ থেকে দিশা কার্যক্রম ও অর্জন নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়। প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন জনাব খোন্দকার রাকিবুজ্জামান, ম্যানেজার, রিসোর্স মবিলাইজেশন এন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ।

পরিদর্শন কালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহোদয় দিশার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তিনি চাঁদপুর জেলার দিশার বিভিন্ন অর্জন, বিশেষ করে কতজন উপকারভোগী আছে, তাদের জীবনে বিশেষ কি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, কতগুলো ছাত্রদের শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হয়েছে, কতজনকে গাছ বিতরণ করা হয়েছে, কোথায় বই বিতরণ করা হয়েছে, বন্যায় কি কি সহায়তা দেয়া হয়েছে, সেগুলির সচিত্র প্রতিবেদন পরবর্তী কোন এক মিটিং এ উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন।

তিনি চাঁদপুরের সকল এনজিও এর সকল কার্যক্রম নিয়ে একটি স্বারক বই প্রকাশ করার কথা ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও পরবর্তীতে দিশা'র পক্ষ থেকে কোন সহায়তা, যেমন শীতের কম্বল বিতরণ ও অনান্য সহায়তা প্রদানের সময় জেলা প্রশাসনকে অবহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শনের সময় জোনাল অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও খোন্দকার রাকিবুজ্জামান, ম্যানেজার (রিসোর্স মবিলাইজেশন এন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন) উপস্থিত ছিলেন।

*প্রতিবেদক : খোন্দকার রাকিবুজ্জামান*
*ম্যানেজার, রির্সোস মবিলাইজেশন এন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন।*

## দিশা'র ১৯৩তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

২৩ নভেম্বর ২০২৪, দিশা প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কার্য নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব কাজী মাসুদ আবদুল কাদের, মিসেস সালমা বেগম, মিসেস শিরিন সুলতানা ও জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এ ছাড়াও দিশা'র সকল প্রকল্প প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে কার্য নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সবাইকে স্বাগত জানান এবং সভার আলোচনা শুরু করার জন্য প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহকে অনুরোধ করেন।

সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান (ডানে) ।

১. বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯২তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২. সংস্থার ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৪ এ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসমুহ প্রসঙ্গে আলোচনা ও অনুমোদন।
৩. বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪. সংস্থার ব্যাংক হিসাব খোলা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

*- নিজস্ব প্রতিবেদক*

## দিশা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৩৭তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

২৫ নভেম্বর ২০২৪, দিশা প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় দিশা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৩৭তম সমন্বয় সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)। উপস্থিত ছিলেন দিশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ এবং দিশা'র সকল প্রকল্প ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন।

সভায় বিগত ০৬ জুন ২০২৪ অনুষ্ঠিত ৩৬তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী উপস্থাপন করেন জনাব এজিএম বদরুজ্জামান, পরামর্শক (প্রশাসন)। সভায় ৩৬তম সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্প / প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে গ্রহন করা হয়। সংস্থার চলমান অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহ বলেন, 'দিশার সকল কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলোকে টেকসই করতে হবে। সকল প্রকল্প যাতে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির পর্যায়ে উন্নীত হয় সেই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে সবাইকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩৭তম সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন (ডানে) জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা (বামে) ।

*- নিজস্ব প্রতিবেদক*

## “আবেদ ভাই ও ব্র্যাক: ভেতর থেকে দেখা” শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

২০ ডিসেম্বর ২০২৪; স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর ৫ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ব্র্যাকের প্রাক্তন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা জনাব শিবনারায়ন কৈরী কর্তৃক লিখিত “আবেদ ভাই ও ব্র্যাক: ভেতর থেকে দেখা” শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়, ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন আলোঘর প্রকাশনার প্রকাশক জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, উন্নত বিশ্বের সব দেশের মানুষ বই পড়ে বড় হয়েছে, দেশের উন্নয়ন করেছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। যারা ব্র্যাকে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তাঁদেরকে শ্রদ্ধেয় আবেদ ভাই সর্ম্পকে বই লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অনুষ্ঠানে লেখক জনাব শিবনারায়ন কৈরী তার বক্তব্যে, যারা ব্র্যাক এবং আবেদ ভাই সম্পর্কে জানতে চান তাদের সবাইকে বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ সালেহ। উপস্থিত সকল অতিথি ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ ভাইয়ের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশংসাসূচক ও শিক্ষণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

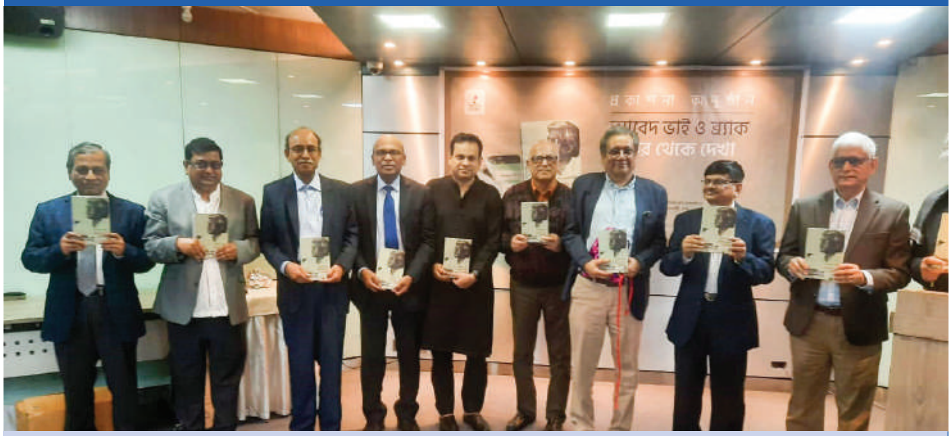

“আবেদ ভাই ও ব্র্যাক: ভেতর থেকে দেখা” শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

*প্রতিবেদক : মো. রাকিবুল হাসান*
*ব্যবস্থাপক, আলোঘর প্রোগ্রাম।*

## ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের এপেক্স সংগঠন ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)এর বোর্ড মেম্বার হিসাবে দিশা'র প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহ নির্বাচিত

১৪ ডিসেম্বর ২০২৪; সিডিএফ এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় “মিডিয়া বাজার” বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিডিএফ এর গভর্নিং বডির (পরিচালনা পর্ষদ) নির্বাচন সম্পন্ন হয়। উক্ত সভায় দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, অংশগ্রহণ করেন। ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) এর নির্বাচনে দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এই পর্ষদ আগামী ০৩ বছর (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭) দায়িত্ব পালন করবেন।

*- নিজস্ব প্রতিবেদক*

সিডিএফ এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা'য় জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা (বাম থেকে দ্বিতীয়)।

## শাখা প্রোফাইল : শাহরাস্তি | শাখা কোড : ০৯

১৯৯৩ সালে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রত্যয়ে গ্রামীণ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহর উদ্যোগে ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায়ক্রমে কুমিল্লা জেলার বরকইট, চান্দিনা, বরুড়া, পয়ালগাছা, দেবিদ্বার, কালাকচুয়া শাখার সফলতা সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ১ জুলাই ২০০৮ দিশার ৯তম শাখা হিসেবে শাহরাস্তি শাখা, শাহরাস্তি উপজেলা, চাঁদপুর জেলায় শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

শাহরাস্তি শাখা | উপজেলা : শাহরাস্তি | জেলা : চাঁদপুর

বর্তমানে কর্মরত শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

| ক্রম. নং | শাখার বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দের নাম | আইডি নং | পদবি |
|---|---|---|---|
| ১ | আয়শা আক্তার | ৮৬৯ | শাখা ব্যবস্থাপক |
| ২ | মিধুল মন্ডল | ৪০০৩ | ক্রেডিট অফিসার |
| ৩ | মো. রেদোয়ান আহম্মেদ | ৩৮৯৯ | ক্রেডিট অফিসার |
| ৪ | আল-আমিন | ৪৫৯৭ | ক্রেডিট অফিসার |
| ৫ | সাধন কুমার পাল | ৪৯২১ | ক্রেডিট অফিসার |
| ৬ | মো. নজরুল ইসলাম তুষার | ৫৩৫৪ | বার্তাবাহক |

### একনজরে শাহরাস্তি শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

**সদস্য সংখ্যা**
১৫২৩ জন
নারী সদস্য - ১৪৮১ জন
পুরুষ সদস্য - ৪২ জন

**সমিতি সংখ্যা**
৭৬টি

**সঞ্চয়স্থিতি**
৳ ১৭৯২৩৫০৫

**ঋণস্থিতি**
৳ ৩৬৫৬৫২৫৯

### ঋণের খাতসমূহ

**জাগরণ**
ঋণী সংখ্যা : ৬৭৬ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১৮৭৫০৬৪৬

**অগ্রসর**
ঋণী সংখ্যা : ২০৫ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১২৫১৪১০৯

**বুনিয়াদ**
ঋণী সংখ্যা : ৩৩ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১৯৪০৬০

**সুফলন**
ঋণী সংখ্যা : ৬৪ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ২৯১৪১৩৪

**ইএল**
ঋণী সংখ্যা : ৩ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ২০০৬৮৬১

**ওয়াটার ক্রেডিট**
ঋণী সংখ্যা : ১০ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১৮৫৪৪৯

*প্রতিবেদক: আয়শা আক্তার*
*শাহরাস্তি শাখা ব্যবস্থাপক।*

## এক নজরে দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলা-কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও হবিগঞ্জ এর ১০১টি উপজেলায় ১০২টি শাখার মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ও সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত দিশা'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

### বিতরণকৃত ঋণের তথ্য

| ঋণের খাতসমূহ | ঋণ বিতরণ কোটি | বিতরণকৃত ঋণী সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|
| | | নারী | পুরুষ | মোট |
| জাগরণ | ৬৩.০০ | ১১,৩৮৪ | ৪০৯ | ১১,৭৯৩ |
| অগ্রসর | ৫৮.৮৭ | ৪,১১৮ | ৩৯৭ | ৪,৫১৫ |
| সুফলন | ৪.৫৬ | ৮৯২ | ১২ | ৪,৫১৫ |
| বুনিয়াদ | ০.১৩ | ১০২ | ৪ | ১০৬ |
| ওয়াটার ক্রেডিট এডপসন | ৩.৪৮ | ১,৩০৫ | ৪২ | ১,৩৪৭ |
| ইএল | ১৮.৭০ | ৯৯ | ১৩৮ | ২৩৭ |
| সর্বমোট | ১৪৮.৭৪ | ১৭,৮৯৯ | ১,০০১ | ১৮,৯০০ |

## ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত দিশা'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

| ঋণের খাতসমূহ | সদস্য সংখ্যা | ঋণী সংখ্যা | ঋণস্থিতি (কোটি) | সঞ্চয়স্থিতি (কোটি) |
|---|---|---|---|---|
| জাগরণ | ৮৮৭৬৩ | ৫৮০৩৯ | ১৫৩.৯৭ | ১১৭.৫৫ |
| অগ্রসর | ২৩৫৪৯ | ২২২৪৮ | ১৪১.৫২ | ৪৮.৭০ |
| বুনিয়াদ | ১৯০৫ | ১৫১৭ | ১.২৩ | ০.৪৯ |
| সুফলন | ১১৫২ | ১০৫৬ | ৭.৪১ | ১.৮১ |
| আইএলএফএফ | ৩৯ | ৩৪ | ০.০৮ | ০.০০ |
| ওয়াটার ক্রেডিট এডপসন | ৪১৭৯ | ৩৬৯০ | ৭.০৪ | ৩.১৫ |
| ইএল | ৩৫৭ | ৩৩১ | ২৮.৮২ | ৫.২২ |
| সর্বমোট | ১১৯৯৪৪ | ৮৭৫৩১ | ৩৪০.০৭ | ১৭৬.৯২ |

*প্রতিবেদক: মো. জহির রায়হান*
*ব্যবস্থাপক, প্রধান নির্বাহী'র দপ্তর।*

# ওয়াটার ক্রেডিট এডোপশন (WCAD) প্রকল্প

ওয়াটার ক্রেডিট এডোপশন প্রজেক্ট সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের সুপেয় পানি নিশ্চয়তার জন্য টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপনের উদ্দেশ্য দিশা'র নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্প চালানো হচ্ছে। নিরাপদ, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে বিবিধ রোগ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে ও সামাজিকভাবে এগিয়ে নিতে দিশা কাজ করছে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল শাখার (১০২টি) সদস্যরা (ঋণী) এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ১৯টি জেলার ১০২টি শাখার ১৯,৫২০ জন সদস্যদের মাঝে ১০৪০১টি টিউবওয়েল, ৯১১৯টি স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

বরকইট শাখা, শ্রীমন্তপুর সমিতির সদস্যদের সাথে পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান।

## ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সদস্যদের ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচির আলোচ্য বিষয়সমূহ :

- নিরাপদ পানি।
- নিরাপদ পানির উৎসসমূহ।
- ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ কারণসমূহ।
- ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণরোধকরণ উপায়।
- দূষিত পানি পানের ক্ষতিকর দিকসমূহ।
- বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ, বিশুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি।
- সাবান ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সময় ও সঠিক পদ্ধতি।
- স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন।
- স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ব্যবহার বদলে খোলা জায়গায় মলত্যাগে ক্ষতি/আক্রান্ত রোগসমূহ ।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।
- করোনা মহামারি প্রতিরোধে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া/ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, মাস্ক পরা, নাকে, চোখে আঙ্গুল না দেওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও সকলকে কোভিড টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- ওয়াটার ক্রেডিট ঋণ গ্রহণে সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

*প্রতিবেদক : জিয়াউল আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম)*

# দিশা'য় সফল ক্যারিয়ার

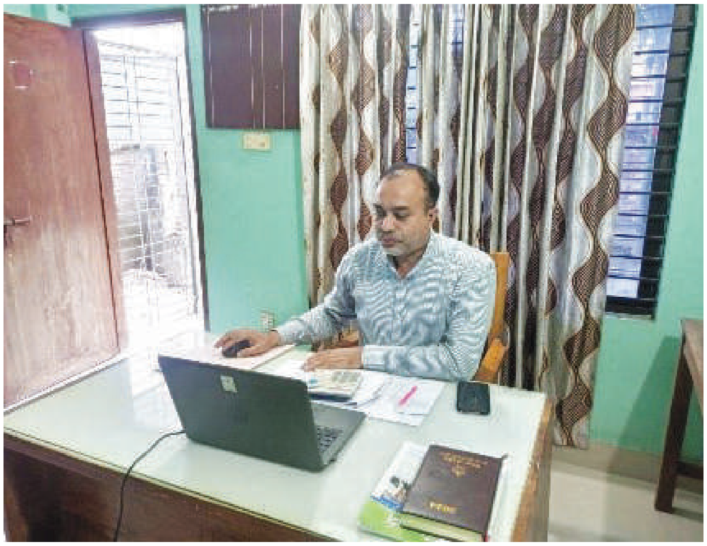

আমি মোঃ এমদাদুল হক, আইডি নং-১০৪৬; ১০ই ডিসেম্বর ২০১৪ সালে দিশা সুজাতপুর শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করি। ২১ই জুলাই ২০১৭ সহযোগী এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দিশা চান্দিনা এলাকায় যোগদান করি। ৩১শে মার্চ ২০১৮ এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দিশা চান্দিনা এলাকায় যোগদান করি। ০৮.০৯.২০২১ যোনাল ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দিশা টাঙ্গাইল যোনে যোগদান করি এবং বর্তমানে উক্ত পদে কর্মরত আছি।

দিশা'র আলোঘর কার্যক্রম, শিক্ষাবৃত্তি এবং চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। এছাড়াও দিশার সদস্য সন্তানদের জন্য রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

দিশার কর্ম পরিবেশ ভালো এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা শুরু থেকে এখনও পেয়ে যাচ্ছি, যা দিশায় সফল ক্যারিয়ার গড়তে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

# রেসিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্ট ব্যাচ-আরইএলআই-০৮ এর প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

২৩ ডিসেম্বর ২০২৪; রেসিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ অ্যান্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) ব্যাচ-৮ম এর প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি), মিরপুর-১২, ঢাকা'য় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. আবদুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ ডিআইএসটি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শহীদুল ইসলাম, মহা ব্যবস্থাপক যুব ও কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি, এসডিএফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শাহীনূর ইসলাম, স্পেশালিস্ট ইয়ুথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট, জনাব উত্তম চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজার, ইয়ুথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট, এসডিএফ এবং জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়য় কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন)দিশা এবং ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, কর্মচারী ও আরইএলআই ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিআইএসটি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব মো. আব্দুল কাইয়ুম। তিনি অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত এবং ডিআইএসটি'র প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এরপর দুই জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বলেন, জীবনে উন্নতি করতে চাইলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির সাথে পরিশ্রম করলে সাফল্য একদিন আসবেই। সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের উচিত স্ব স্ব চাকুরিতে যোগদান করা এবং নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করা। এই ব্যাচের প্রায় ১০০% প্রশিক্ষণার্থীর চাকুরী ইতোমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে। চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এসিআই প্রিমিও, ঈগলু আইসক্রিম, প্রাণ-আরএফএল, আরএফএল ভিশন, কংকা গ্রুপ, মেটাডোর গ্রুপ, সিঙ্গার বাংলাদেশ এবং এসকিউ গ্রুপ। অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন, তোমরা সকলেই চাকুরীতে যোগদান করবে এবং তোমাদের অর্জিত কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জীবনে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। অতপরঃ তিনি প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথি, সকল কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য শেষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ), ডিআইএসটি।

প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন জনাব মো. শহীদুল ইসলাম, মহা ব্যবস্থাপক যুব ও কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি, এসডিএফ, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন জনাব শাহীনূর ইসলাম, স্পেশালিস্ট ইয়ুথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট (ডানে দ্বিতীয়) এবং জনাব উত্তম চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজার, ইয়ুথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট, এসডিএফ (ডানে প্রথম); আরো উপস্থিত আছেন জনাব মো. আবদুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটি (বামে প্রথম) এবং জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়য় কো-অর্ডিনেটর, প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন, দিশা (বায়ে প্রথম)।

এসডিএফ আরইএলআই ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

| ট্রেডের নাম | প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে |
|---|---|---|
| ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এ্যান্ডমেইনটেনেন্স | ১০০ | ১০০ |
| মোট : | ১০০ | ১০০ |

এসডিএফ আরইএলআই প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাচভিত্তিক তথ্য

| ব্যাচ নং | মোট প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | আরপিএল অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | কমপিটেন্ট | কমপিটেন্টের হার | জব প্লেসমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ১০০ | ৮৯ | ৫৮ | ৬৫% | ৯৪% |
| ২য় | ১২৭ | ১২৩ | ১১৩ | ৯২% | ৯৩% |
| ৩য় | ১৫০ | - | - | - | ৯২% |
| ৪র্থ | ৫০ | ৪১ | ২৬ | ৬৩% | ৮৯% |
| ৫ম | ১০৪ | ১০০ | ৭৫ | ৭৫% | ৯০% |
| ৬ষ্ঠ | ৫০ | ৪৭ | ৩৪ | ৭২% | ৯১% |
| ৭ম | ৫০ | ৪৬ | ৩২ | ৭০% | ৯২% |
| ৮ম | ১০০ | ৯৯ | ৭৬ | ৭৭% | চলমান |
| মোট : | ৭৩১ | ৫৪৫ | ৪১৪ | ৭৬% | -- |

*প্রতিবেদক : মো. আব্দুল কাইয়ুম*
*প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডিআইএসটি।*

## দিশার প্রধান নির্বাহি কর্তৃক শাখা পরিদর্শন

প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ গত ০৪.১২.২০২৪ তারিখে পীরেরবাগ-(৫৪) শাখা, ১০.১২.২০২৪ গৌরীপুর-(১৬) শাখা, ১৯.১২.২০২৪ তারিখে ভেলানগর-(৩৭) শাখা, ২৩.১২.২০২৪ মানিকগঞ্জ-(৫৬) এবং ৩১.১২.২০২৪ তারিখে সিরাজগঞ্জ-(৬৭) শাখা পরিদর্শন করেন। প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের সাথে ছিলেন জনাব চন্দন কুমার চক্রবর্তী, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম), এবং জনাব মো. জহির রায়হান, ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়। শাখা পাঁচটি পরিদর্শন কালে শাখায় কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ সভায় মিলিত হন। সভায় তিনি শাখার চলমান কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হন। বিশেষ করে ঋণ আদায় হার বৃদ্ধি, নতুন বকেয়া ও সঞ্চয় খেলাপী রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, মানুষের ক্রয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাথে সাথে ঋণের চাহিদার পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে প্রেক্ষিতে যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং নীতিমালা মোতাবেক শাখার উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণে আরো গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেন। শাখায় উপযোগী কর্ম পরিবেশ তৈরী ও উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ দেন। তিনি সকলকে আরো দায়িত্বশীলতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন।

ভেলানগর শাখা, শাখা কোড - ৩৭

*- নিজস্ব প্রতিবেদক*

## জোনাল ম্যানেজারদের ৩৫তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

১৯ অক্টোবর ২০২৪; ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জোনাল ম্যানেজারদের ৩৫তম সমন্বয় সভা, দিশা প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'য় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি (উপদেষ্টা)। সভা পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন জনাব চন্দন কুমার চক্রবর্তী, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম)। এছাড়াও উক্ত সভায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ১০ জন জোনাল ম্যানেজারসহ সকল বিভাগীয় প্রধান, অডিট, মনিটরিং, প্রশাসন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ১০টি জোনের জোন ভিত্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ এই তিন মাসের খাত ভিত্তিক অগ্রগতি, চলতি ঋণ আদায় হার বৃদ্ধি, যাচাইয়ের মাধ্যমে সকল খাতে ঋণ প্রস্তাব বৃদ্ধি, অগ্রসর ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয় ফেরত এবং সঞ্চয় খেলাপী রোধ, সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সকল জিএস-২ হিসাব সরজমিনে যাচাই, নতুন বকেয়া রোধ এবং দৈনিক ভিত্তিতে পুরাতন বকেয়া টাকা আদায়, বিকাশের মাধ্যমে কিস্তি আদায়/কালেকশন, প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

৩৫তম জোনাল ম্যানেজার সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন।

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ স্ব স্ব বিভাগের পর্যবেক্ষণ, কার্যক্রম উন্নয়নে করনীয়, দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে এলাকা ব্যবস্থাপক এবং জোনাল ব্যবস্থাপকবৃন্দ একমত পোষন করেন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন এই মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিশেষে প্রধান নির্বাহী মহোদয় সবাইকে আরো দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

*- নিজস্ব প্রতিবেদক ।*

# আলোঘর প্রকাশনার ৫ম মার্কেটিং সভা অনুষ্ঠিত

১৭ অক্টোবর ২০২৪; আলোঘর প্রকাশনার ৫ম মার্কেটিং সভা দিশা প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'য় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন, জনাব ছালীমা নাজনীন বিথী, উপদেষ্টা, ড. মো. শহীদুজ্জামান, MBAI Coordinator, UNE Business School, বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসা এবং আইন অনুষদ, নিউ ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এডিলেড, অষ্ট্রেলিয়া, জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন), জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব মো. জহির রায়হান, ব্যবস্থাপক, প্রধান নির্বাহীর দপ্তর, জনাব মো. রাকিবুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আলোঘর কার্যক্রম), জনাব উম্মে সালমা, প্রোগ্রাম অফিসার (আলোঘর কার্যক্রম) এবং আলোঘর প্রকাশনার প্রধান কার্যালয় জোন পর্যায়ের মার্কেটিং অফিসারবৃন্দ।

সভায় ৭টি জোনের নয় মাসের (জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মো. রাকিবুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আলোঘর কার্যক্রম)। গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার রেজুলেশন সভাপতি মহোদয় ও আলোঘর উপদেষ্টার সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোঘর প্রকাশনার মার্কেটিং সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন এবং জনাব ছালীমা নাজনীন বিথী, উপদেষ্টা এবং ড. মো. শহীদুজ্জামান, MBAI Coordinator, UNE Business School, বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসা এবং আইন অনুষদ, নিউ ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এডিলেড, অষ্ট্রেলিয়া।

সভায় সভাপতি মহোদয় জনাব মো. সহিদ উল্লাহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি বলেন যোন ও আউটলেট গুলোতে মেলার সংখ্যা বাড়লেও তুলনামূলক বিক্রয়ের হার হ্রাস পেয়েছে। বিক্রী বাড়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী নতুন জেলায় যেতে হবে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে মেলা আয়োজন করতে হবে। জোনগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে বিক্রয় বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন নতুন কৌশল হাতে নিতে হবে। জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ) তাঁর বক্তব্যে বলেন- গত বছরের তুলনায় এই বছরের বিক্রয় কম তাই প্রোগ্রাম টিকিয়ে রাখতে বিক্রয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা বলেন- বই সংরক্ষণের স্টোর পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব ড. মো. শহীদুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, রঙিন ছবিযুক্ত বই, ইসলামিক বই, শিশুদেরকে বিভিন্ন স্টিকার উপহার হিসেবে প্রদান, ব্যানারের সাথে বইয়ের মূল্যতালিকা রাখা এবং বইমেলা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিক্রয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

এছাড়া জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন), তাদের বক্তব্যে বই বিক্রয়ের বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন উক্তি লেখা সমৃদ্ধ ফেষ্টুন ব্যবহার করার পরামর্শ দেন এবং এর পাশাপাশি ক্যাটালগ শ্রেনী বিন্যাস করা,শিক্ষকদের মেলায় সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় অংশগ্রহনকারী দিশা প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতণ কর্মকর্তাগণ এবং আলোঘর প্রকাশনার প্রধান কার্যালয় জোন পর্যায়ের মার্কেটিং অফিসারবৃন্দ।

মার্কেটিং অফিসারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তার সম্ভাব্য সমাধান, বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল, প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে বইএর সৌজন্য কপি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা করা হয়। সকল কর্মকর্তাদের আরো দক্ষতা, সততা ও দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

*প্রতিবেদক : মো. রাকিবুল হাসান*
*ব্যবস্থাপক, আলোঘর প্রোগ্রাম।*

দিশা DISA since 1993

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১০বর্ষ, সংখ্যা ৫১, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৪

# আলোঘর প্রকাশনার জোন ভিত্তিক স্কুল-কলেজ এ আয়োজিত ভ্রাম্যমান বইমেলা

ঢাকা জোন

চেতনা মডেল একাডেমি, মিরপুর, ঢাকা ।

খুলনা জোন

সৃজনী শিশু শিক্ষালয়, শেখপাড়া, খুলনা।

রাজশাহী জোন

প্লেজার মডেল স্কুল, হরগ্রাম, রাজশাহী।

বরিশাল জোন

অঙ্কুর শিশুনিকেতন এন্ড হাই স্কুল, নথুল্লাবাদ, বরিশাল।

কুমিল্লা জোন

ময়নামতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ময়নামতি, কুমিল্লা।

ময়মনসিংহ জোন

টিউবরোজ কিন্ডারগার্ডেন, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

রংপুর জোন

নতন কুঁড়ি  বিদ্যানিকেতন, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

*প্রতিবেদক : মো. জসিম উদ্দিন*
*মার্কেটিং অফিসার, আলোঘর প্রোগ্রাম।*

# দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) দিশা'র একটি সহযোগী সংগঠন। ডিটিসি মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি প্রশিক্ষণ রুম (বলাকা ও দোয়েল) এবং ১৩ টি শীততাপনিয়ন্ত্রীত কক্ষে ৩১ জনের আবাসন সুবিধা রয়েছে। অত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সভা আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমুহ দিশা ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষন, সভা, সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা করছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে দিশা সহ ১০ টি সংগঠন/সংস্থার ১৬ টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাতে সর্বমোট ৬৭৮ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যার মধ্যে ৪৭৮ জন পুরুষ এবং ২০০ জন নারী।

রেড ক্রিসেন্ট প্রাক্তন কর্মকর্তা ফোরাম এর বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০২৪

২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) কর্তৃক আয়োজিত সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও সহায়কবৃন্দ।

*সংগঠনভিত্তিক বিবরণ :*

| ক্রম # | সংস্থা/সংগঠন | কর্মসূচী সংখ্যা | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | | কর্মসূচী শিরোনাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুরুষ | নারী | মোট | |
| ০১ | Development Initiative for Social Development (DISA) | ০১ টি | ৩৫ | ৬ | ৪১ | AGM 2024 |
| ০২ | DISA Institute of Science and Technology (DIST) | ০৩ টি | ২৭৩ | - | ২৭৩ | Certificate Distribution Ceremony |
| ০৩ | The Team Phoenix | ০১ টি | ১৮ | - | ১৮ | Cyber Security Training |
| ০৪ | Bangladesh Youth Leadership Center (BYLC) | ০১ টি | ১ | ৩৬ | ৩৭ | Soft Skill Training to NEET Youth |
| ০৫ | SERAC Bangladesh | ০২ টি | ৪ | ৪৪ | ৪৮ | Volunteer Orientation on Improving SRHR |
| ০৬ | Breaking The Silence (BTS) | ০৩ টি | ৫০ | ৬৬ | ১১৬ | Training to STEM Facilitators, Multi Stake-Holder Dialogue to Stop Child Exploitation, Learning sharing workshop |
| ০৭ | Red Crescent Ex-Officers' Forum (RCXOF) | ০২ টি | ৪২ | ৫ | ৪৭ | EC Meeting, AGM – 2024 |
| ০৮ | PHULKI | ০১ টি | ১২ | ২৪ | ৩৬ | Annual Lesson Learned and Program review workshop |
| ০৯ | Solidworks User Group Network | ০১ টি | ৩২ | - | ৩২ | Bangladesh 3D experience & solid user group network |
| ১০ | Ipas Bangladesh | ০১ টি | ১১ | ১৯ | ৩০ | Skill Building training on Basic Photography, Videography and Editing |
| | সর্বমোট: | ১৬ টি | ৪৭৮ | ২০০ | ৬৭৮ | |

এ ছাড়াও দিশার ০২ জন কর্মকর্তা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

| নাম | পদবী | কোর্সের শিরোণাম | সময়কাল | আয়োজক সংস্থা |
|---|---|---|---|---|
| মোঃ দেলোয়ার জাহান | জোনাল ম্যানেজর (মাইক্রোফাইন্যান্স) | Result Based Monitoring and Evaluation | ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২৪ | CDF |
| মোঃ বজলুর রহমান | এরিয়া ম্যানেজার (মাইক্রোফাইন্যান্স) | “Result Based Management” | ১২-১৪ নভেম্বর ২০২৪ | CDF |

## চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী

দিশা ২০১২ সাল হতে নিরাপত্তা ও কল্যাণ তহবিল থেকে জটিল, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং মারাত্মক দূর্ঘটনায় আহত সংস্থার ঋণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত সদস্য অথবা তাদের স্বামী/স্ত্রীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে আসছে। ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে মোট ১০ জনকে ৪৮,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ভালুকা শাখার সদস্য আসমা খাতুন, সদস্য নং ৯৯, ভালুকা টাকিরভিটা কর্মজীবী মহিলা সমিতি ০০৭। সদস্য আসমা খাতুন আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হন। চিকিৎসক পরীক্ষা শেষে সদস্য আসমা খাতুনকে জানান তার হার্টের একটি বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আসমা খাতুন ও তার পরিবার দিশাহার হয়ে পড়েন। আসমা খাতুনের চিকিৎসা ব্যয় বহন তার পরিবারের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। সদস্য আসমা খাতুন ভালুকা শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করেন। শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. মিলন হোসেন তাকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকলের সুপারিশে আসমা খাতুনকে তার চিকিৎসার জন্য এককালীন ৮,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সদস্য আসমা খাতুন এর হাতে চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেন
ভালুকা শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. মিলন হোসেন।

*প্রতিবেদক : রিফাত আহমেদ*
*প্রোগ্রাম অফিসার, ব্র্যান্ডিং এন্ড কেমিউনিশেন*

## স্বাস্থ্য বিষয়ক : চিনি খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ১০টি উপকারিতা~

**ওজন কমে যাবে :** চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে আপনার ওজন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। ওজন যদি সারা জীবনই কম রাখতে চান, তাহলে চিনি খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প নেই। পরিশোধিত চিনি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, আপনি এমন কিছু খাবার ছেড়ে দিচ্ছেন, যেসবে শুধু ক্যালরি ছাড়া পুষ্টিগুণ বলতে কিছুই নেই। যেমন পাস্তা, কুকিজ, ব্রেড ইত্যাদি। মিষ্টি খাবার খাওয়া অনেক সময় নেশার পর্যায়ে চলে যায়। একটা খেলে আরও খেতে ইচ্ছা করে। পরিশোধিত চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে আপনার স্ন্যাকস খাওয়ার পরিমাণও কমবে, এ কারণে কমবে আপনার ওজন।

**পেটের মেদ ঝরে যাবে :** অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার হৃদপিন্ড এবং পেটের চারপাশে জমে থাকা চর্বির পরিমাণ বাড়ায়। ইউরোপিয়ান জার্নাল অব প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজির প্রতিবেদন অনুসারে, এসব চর্বি থেকে নানা রোগবালাইয়ের উৎপত্তি হয়। পরিশোধিত চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে যকৃৎ, হৃদপিন্ড, অগ্ন্যাশয়ের চারপাশে জমে থাকা এসব ক্ষতিকর চর্বি ধীরে ধীরে গলতে শুরু করবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনি শরীরে প্রদাহ বাড়ায়। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীর তখন পেট ও তার চারপাশে চর্বি সংরক্ষণ করতে শুরু করে। চিনি এবং অন্যান্য পরিশোধিত খাদ্যদ্রব্য শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ায়। এই বাড়তি ইনসুলিনের কারণেও শরীর চর্বি সংরক্ষণ করতে শুরু করে। তাই পেটের ক্ষতিকর চর্বি থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজতম উপায় হচ্ছে চিনি খাওয়া ছেড়ে দেওয়া।

**ত্বক অকালে বুড়িয়ে যাবে না:** চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে আপনি নিজের ত্বকের স্বাস্থ্যের এমন কিছু উন্নতি দেখতে পাবেন, যা হয়তো আপনার কাছে অপ্রত্যাশিত। চিনি কম খেলে ত্বক তারুণ্যদীপ্ত থাকে, ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া হ্রাস পায়। উচ্চ মাত্রায় চিনিযুক্ত খাবার এজিই (অ্যাডভান্সড গাইকেশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট) পরিমাণ বাড়ায়, যা ত্বকের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

**ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি কমবে :** চিনিযুক্ত খাবার কম খেলে আপনার যকৃৎ সুস্থ থাকবে, ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি কমবে। চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে যকৃতে চর্বির পরিমাণ কমবে এবং যকৃতের কার্যক্ষমতা বাড়বে।

**ক্ষুধার যন্ত্রণা কমবে :** খাওয়ার পর পরিশোধিত চিনির বিপাক খুব দ্রুত ঘটে। এতে রক্তে চিনির পরিমাণ সহসাই বেড়ে যায়। অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার বেশি খেলে আপনার ঘন ঘন ক্ষুধা লাগবে। কারণ, এসব খাবার অতি দ্রুত হজম হয়। যত বেশি ক্যালরি গ্রহণ করবেন, আপনার ওজন ততই বাড়বে। খাবার থেকে পরিশোধিত চিনি বাদ দিলে আপনার ক্যালরি গ্রহণ থাকবে পরিমিত।

**হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমবে :** ডায়াবেটিস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ এবং হাই কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ে। আর এটা তো জানেনই, চিনি কম খেলে কমে যাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের মতে, চিনি বেশি খেলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে।

**মন ভালো থাকবে :** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে আবেগও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ফলে মনকে সারা দিন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সহজ হবে।

**মনোযোগ বাড়বে :** যখন আপনি ঘুমকাতুরে হবেন না এবং কর্মচঞ্চল থাকবেন, তখন আপনার মনোযোগ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এতে আপনি সারা দিনের সব কাজ সময়মতো করতে পারবেন। নিজের ও পরিবারের জন্য আপনার কোয়ালিটি টাইমের পরিমাণও বাড়বে।

সূত্র : প্রথমআলো

## ক্যারিয়ার : ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার~

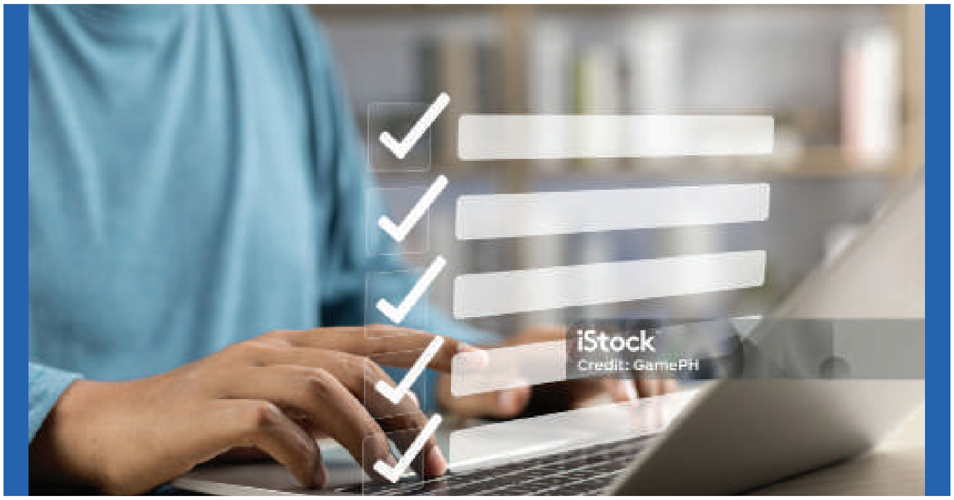


অন্তর্জাল (ইন্টারনেট) জ্ঞানের আধার। হাতের মুঠোয় এখন বিশ্বের তথ্য। তথ্য প্রযুক্তির এই অগ্রগতি শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর। তবে অতিরিক্ত ও অসচেতন ব্যবহার ডেকে আনতে পারে মারাত্মক ক্ষতি। এর ইতিবাচক ব্যবহার আমাদের জানা ও অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য করনীয়-

**ভারসাম্য আনো :** চিরায়ত শিক্ষা, যেটি আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিখে থাকি ইন্টারনেট থেকে, প্রাপ্ত জ্ঞান তাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। কারণ ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য আছে কিন্তু কোন তথ্য সত্য আর কোনটি মিথ্যা বা কোনটি কোন বয়সের মানুষের জন্য উপযোগী তা আমাদের শেখায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণকে অস্বীকার না করে বরং সে বিষয়কেই আরও বেশি করে জানতে ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া যায়। এতে বাস্তবের শিক্ষা ও অন্তর্জাল নির্ভর শিক্ষার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকবে।

**নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করো :** ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনে নতুন কিছু শেখার শ্রেষ্ঠ সময়। ইন্টারনেটের ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পারো। হাতের কাছে ইউটিউব রয়েছে। এমন কোনো বিষয় নেই, যা সম্পর্কে ইউটিউবে ভিডিও নেই। গ্রাফিক ডিজাইন, ফটোশপের ব্যবহার, ভিডিও এডিটিং, সায়েন্স প্রজেক্ট নির্মাণ, ইংরেজিতে কথা বলা, ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ, রান্না শেখাসহ তোমার যা শিখতে ইচ্ছা করে তা সার্চ করে ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে শিখে নিতে পারো।

**সংবাদপত্র পড় :** দেশ, সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে সংবাদপত্র পড়ার কোনো বিকল্প নেই। ইন্টারনেট ব্যবহার করেও সংবাদপত্র পড়তে পারো। এজন্য যে পত্রিকা পড়তে চাও তার ই-পেপার ভার্সন সার্চ করলে সহজেই পেয়ে যাবে। এ ছাড়া প্রতিদিনের সাম্প্রতিকতম খবর জানতে পছন্দের নিউজ পেপারের অনলাইন পোর্টালেও একবার করে ঢু মারতে পারো।

**পছন্দের বই পড় :** ইন্টারনেটে নিজের পছন্দের বইয়ের নাম লিখে সার্চ করে বইয়ের পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করে নিতে পারো। টেক্সট বই থেকে শুরু করে গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং আত্ম-উন্নয়নসহ অনেক বই খুঁজে পাবে। একটা চীনা প্রবাদে আছে, 'একটা ভালো বই পড়া মানে নিজের বুকের ভেতর সবুজ বাগান স্থাপন করা'। তাই সরাসরি বই কিনতে না পারলেও ঘরে বসে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারো পছন্দের বই।

**ইন্টারনেট হোক নিরাপদ :** ইন্টারনেটের ভালো ও মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। মন্দ দিকটি পরিহার করে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করবে। বিভিন্ন রটনা সৃষ্টকারী তথ্য, বাজে ভিডিও বা অশ্লীল কনটেন্ট থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। যেকোনো তথ্য শেয়ার করার আগে সেটি সত্য কি না যাচাই করে নেব। সত্যতা যাচাই ছাড়া হুজুগে পড়ে কোনো তথ্য শেয়ার করবে না।

**অযথা সময় নষ্ট নয় :** বর্তমান সময়ে সন্তানের প্রতি অধিকাংশ বাবা-মায়ের একটাই অভিযোগ, ছেলেমেয়েরা বেশিক্ষণ মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এটা শুনে হয়তো তোমরা অনেকেই রাগ করো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, বাবা-মা কখনো সন্তানের মন্দের জন্য কিছু বলেন না। নেটদুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্তি আমাদের মগজকে সময়জ্ঞানশূন্য করে তোলে। যার ফলে আমরা ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে অযথা খোশগল্প, নিউজফিডে স্ক্রলিং বা ইউটিউবে একটার পর একটা ভিডিও দেখায় মেতে থাকি। এভাবে যে আমাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়, তা আমরা বুঝতেই পারি না। তাই ইন্টারনেটে অযথা সময় নষ্ট করবে না। জরুরি কাজগুলো সেরে অনলাইন থেকে বিদায় নেবে।

**খেলাধুলা ইন্টারনেটে নয় :** অনেকেই ইন্টারনেটেই অ্যাপস ভিত্তিক বিভিন্ন খেলায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এটি ভীষণ ক্ষতিকারক। এতে সময় অপচয় ঘটায়। মেজাজ খিটখিটে করে ফেলে। মনোযোগ কমিয়ে দেয়। তা ছাড়া অনেক অ্যাপসে অবৈধ জুয়ার আয়োজন থাকে। এতে জড়িয়ে পড়লে আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। এগুলো তাই এড়িয়ে চলতে হবে। আর লুডু বা সিওসি বা অন্য যেকোনো খেলা যদি অনেক বেশি সময় ধরে খেলা হয়, তাহলে চোখের ক্ষতি হয়। ব্যাকপেইন, মাসলপেইন ইত্যাদি হতে পারে। এর থেকে খেলার মাঠে খেললে শরীর ভালো থাকে। নতুন নতুন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পেশি সঞ্চালিত হয় বলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তাই ইন্টারনেটে খেলা থেকে মাঠে খেলার অভ্যাস করো।

**ভাষা শেখো :** ইউটিউবে রয়েছে যেকোনো ভাষা শেখার অনেক অনেক ভিডিও। প্রাথমিকভাবে সেখান থেকে শিখতে পারো। তারপর সেই ভাষা শেখার জন্য খুঁজে নিতে পারো পছন্দের অনলাইন কোর্স। এমন কোর্সের সংখ্যা কম নয়। অনলাইনের কোর্স বলে যাতায়াতের ঝামেলা নেই। এমনকি দেশের বাইরের কোর্সও করতে পারো ইচ্ছে করলেই। পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকে অনলাইনেই। এর মাধ্যমে পাবে সনদও। নতুন একটি ভাষা শিখলে সহজেই অন্য দেশে পড়ার সুযোগ থাকে। তাই ইন্টারনেটে ভাষা শেখার সুযোগটি নিতে পারো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সংগ্রহ:
গৌতম বিশ্বাস

## আলোঘর কার্যক্রম

**১) আলোঘর পাঠাগার :** আলোঘর লাইব্রেরী হলো দিশা'র সর্বাধিক জনপ্রিয় সামাজিক সেবা কার্যক্রম। আলোঘর লাইব্রেরীর মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শিশুসহ সকল ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণ বই পড়ার সুযোগ পায়। বর্তমানে আলোঘর লাইব্রেরী ও আলোঘর চক্ষুদান কার্যক্রম খোলা রয়েছে।

**২) কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (আলোঘর নার্সারী) :** আলোঘর নার্সারীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪ সালে নতুন করে ৫০ হাজার অসময় চারা উৎপাদন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

**৩) দিশা আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি :** মেধাবীদের নিকট হতে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক ১১০০০ করে পর্যায়ক্রমে ২০০০/- ও ৩০০০/- টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

**৪) এসএসসি-এইচএসসি উচ্চশিক্ষাবৃত্তি :** অক্টোবর-২০২১ থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর-২১ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪ জনকে ৭,৮৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২৬ জনকে প্রতি মাসে ১ লাখ ২৫ (হাজার) টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

**৫) আলোঘর প্রকাশনা কার্যক্রম:** আলোঘর প্রকাশনা "প্রতিদিন বইমেলা প্রতিজনে একটি বই" এই স্লোগানে ২০১৭ সাল থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ বইমেলার আয়োজন করে আসছে। বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই মেলা কার্যক্রম করা হচ্ছে। জোন-১ ঢাকা, জোন-২ ময়মনসিংহ, জোন-৩ খুলনা, জোন-৪ কুমিল্লা, জোন-৫ রাজশাহী, ৬-রংপুর ও ৭-বরিশাল।

আলোঘর লাইব্রেরী, কবির পল্লী, মিরপুর-১১.৫, ঢাকা।

আলোঘর নার্সারী

### আলোঘর প্রকাশনার ভ্রাম্যমাণ বইমেলা

আলোঘর প্রকাশনা ভ্রাম্যমাণ বইমেলা-২১/১১/২০২৪। কুমিল্লা আদর্শ সদর উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা, কুমিল্লা।

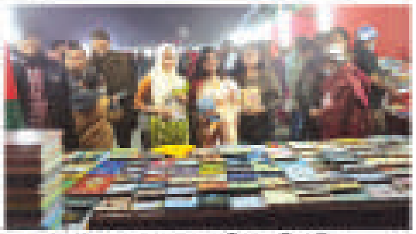

আলোঘর প্রকাশনা বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা-৬/১২/২৪।

মাতৃভূমি® মিষ্টি
বিশুদ্ধতায় ও বিশ্বস্ততায়
DISA since 1993 | DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

DIST
দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড
(ডিআইএসটি)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত,
মাদবর টাওয়ার, প্লট-১১, এভিনিউ - ২, ব্লক - সি, মিরপুর - ১২,
ভর্তিসংক্রান্ত যোগাযোগ :
অধ্যক্ষ : ০১৭০৮-৪৪৯৮৬৭, উপাধ্যক্ষ :
ই-মেইল : dist@disabd.org
ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং
মেকানিক্যাল ফিটিং
মোটরসাইকেল সার্ভিসিং
সুইং মেশিন অপারেশন
প্লাম্বিং
কনজুমার ইলেকট্রনিক্স
কম্পিউটার অপারেটিং
since 1993
DISA পরিচালিত একটি সামাজিক

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১০বর্ষ, সংখ্যা ৫১, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৪

| মিরপুর-১২ | বসুন্ধরা আউটলেট | ফ্যাক্টরী আউটলেট |
|---|---|---|
| নুর ইসলাম মোল্লা এভিনিউ-৫, সুজাত নগর, পল্লবী, মিরপুর-১২ (রাইজ ও মিনিসোর বিল্ডিং, নিচ তলা) +৮৮০ ১৭০৮ ৪৪৯৮৫৭ | দোকান নং-২৮,২৯ লেভেল-২, ব্লক-সি +৮৮০ ১৭০৮ ৪৪৯৮৬৫ | মাদবর টাওয়ার, প্লট-১১ এভিনিউ-২, ব্লক-সি, মিরপুর-১২ +৮৮০ ১৭০৯৩৮৯৩৮৩ |

since 1993

**DISA** পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

Hotline : ০১৭৬১৪৯২৫৫৭

: Matribhumifashionbd

: matribhumifashion.com

দিশাবার্তা

সম্পাদক : মো. সহিদ উল্লাহ
নির্বাহী সম্পাদক : গৌতম বিশ্বাস

সদস্য : রোকনুজ্জামান খান
তাহমিনা আক্তার
রিফাত আহমেদ

**ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)**

ঠিকানা : ই/১০, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১½, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৮০৫২৪১০
মোবাইল : +৮৮০ ১৭৩৩২১৯৯০০
ই-মেইল : info@disabd.org
www.disabd.org